بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৯ মার্চ ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজকে যেসব বদরী সাহাবীর আমি স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত খিরাস বিন সিমমা আনসারী। হযরত খিরাস খাযরাজ গোত্রের বনু জোশম শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত খিরাশ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি ১০টি আঘাত পান। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সুদক্ষ তিরন্দাজদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত খিরাস মহনবী (সাঃ) এর জামাতা আবুল আস'কে বন্দি করেছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত উবায়েদ বিন তাইয়েহান। হযরত উবায়েদ ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) তার এবং হযরত মাসুদ বিন রবী-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি তার ভাই হযরত আব্দুল হাইসাম এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন ।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আবু হান্না মালেক বিন আমর। আবু হান্না ছিল তার ডাকনাম। মালেক বিন আমর ছিল তার আসল নাম। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদি তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে গণ্য করেছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন সালেবা। তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী বলা হয়। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জোশম শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন, আর বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু হারেস বিন খাযরাজ এর পতাকা তার হাতে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবী লিখতে জানতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সেই সাহাবী যাকে স্বপ্নে আযানের বাক্যাবলী অবহিত করা হয়েছে। আর তিনি মহানবী (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন মহানবী (সাঃ) হযরত বেলালকে সেই নির্দিষ্ট বাক্যে আযান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, যা হযরত আব্দুল্লাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন। এটি ১ হিজরী সনে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক মসজিদে নববী নির্মাণের পরের ঘটনা। এই ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ হলো আনসারদের মধ্য থেকে হযরত আবু উমায়ের বিন আনাস আনসারী তার চাচার বরাতে বর্ণনা করেন ঃ

তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) নামাযের জন্য লোকদের একত্রিত করার উপায় সম্পর্কে ভাবেন। তাঁকে বলা হলো যে, নামাযের সময় একটি পতাকা উত্তোলিত করা হোক। মানুষ পতাকা দেখে পরস্পরকে অবহিত করবে। এই প্রস্তাব তাঁর (সাঃ) এর পছন্দ হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সাঃ) এর কাছে সিঙ্গা-র কথা উল্লেখ করা হলো। অর্থাৎ ইহুদীদের ডাকার রীতি সম্পর্কে বা জোরে ফু দেয়ার রীতি সম্পর্কে বলা হলো। কিন্তু তিনি (সাঃ) এটিও পছন্দ করেন নি, কেননা এটি ইহুদীদের রীতি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর কাছে ঘন্টা বাজানোর কথা বলা হলে তিনি বলেন, এটি খ্রিষ্টানদের রীতি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ফিরে যান। মহানবী (সাঃ)-এর চিন্তার কারণে তিনিও চিন্তিত ছিলেন। তিনি দোয়া করেন। বলা হয় স্বপ্নে তাকে আযান দেখানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি। তার হাতে ঘন্টা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি এই ঘন্টা বিক্রি করবে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এটি দিয়ে কি করবে। আমি বললাম, এর মাধ্যমে আমরা নামাযের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কথা অবহিত করব কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ বল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, তখন সে আযানের বাক্যাবলী শুনায়।

اللہ اکبر اللہ اکبر ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ-اشھد ان لا الہ الا اللہ

اشھد ان محمد رسول اللہ-اشھد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلوۃ۔ حی علی الصلوۃ

حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ۔ لا الہ الا اللہ

এর অনুবাদও পড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ্ সর্বমহান, এটি চারবার বলতে হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এটি দুবার বলতে হবে। এরপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল। এটিও দুবার বলতে হবে। এরপর নামাযের দিকে আস। حی علی الصلوٰۃ নামাযের দিকে আস। حی علی الفلاح সফলতার দিকে আস। সফলতার দিকে আস। আল্লাহ্ সর্বমহান। এটি দুবার বলতে হবে। এরপর لا الہ الا اللہ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

তিনি বলেন, এই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির পর সেই ব্যক্তি কিছুটা পিছনে সরে যায়। এরপর পুনরায় বলে যে, আর যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন তোমরা বলো (এখানে তকবীরের বাক্যগুলো উচ্চারণ করে বলে যে,)

اللہ اکبر اللہ اکبر ۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلوۃ حی علی الفلاح
قد قامت الصلوۃ قد قامت الصلوۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔

এতে আযানের সেই শব্দগুলোই রয়েছে। অতিরিক্ত হিসেবে قد قامت الصلوۃ রয়েছে অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে, নামায দাঁড়িয়ে গেছে। আর এরপর আল্লাহ্ সর্বমহান, আল্লাহ্ সর্বমহান।

তিনি বলেন, সকালে আমি তাঁর (সাঃ) সকাশে উপস্থিত হই এবং আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা বর্ণনা করি। তিনি (সাঃ) বলেন, খোদার ইচ্ছায় এটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও আর যা দেখেছ তা বলতে থাক। তিনি এই শব্দগুলোই আযানে বলবেন, কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু। অতএব আমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাই। আমি তাকে বলতে থাকি আর তিনি সে অনুসারে আযান দিতে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রাঃ) যখন এই আযান শুনেন তখন তিনি নিজ গৃহেই ছিলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তা-ই দেখেছি যা তিনি দেখেছেন। এটি শুনে তিনি (সাঃ) বলেন, সব প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। আরেকটি রেওয়ায়েতেও এই শব্দাবলী রয়েছে যে, তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র আর এটিই সুদৃঢ়-সুনিশ্চিত কথা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ, যাকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল, তিনি তার সেই স্বপ্ন সদকা করেন যা ছাড়া তার কাছে আর কোন কিছু ছিল না। অর্থাৎ পুরো সম্পদ সদকা করে দেন। তিনি এবং তার পুত্র এই সম্পদের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এটিই অর্থাৎ যে সম্পদই ছিল, সেটিই তাদের উপার্জনের মাধ্যম ছিল। অতএব তিনি সেই সম্পদ মহানবী (সাঃ) এর হাতে তুলে দেন। যখন তিনি তার সম্পদ দান করে দেন তখন তার পিতা মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজের সম্পদ সদকা করেছেন, অথচ তিনি এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। তখন মহানবী (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে ডেকে বলেন, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তোমার কাছ থেকে তোমার সদকা গ্রহণ করেছেন। তুমি যা আল্লাহ্‌র খাতিরে দান করেছ তা তিনি গ্রহণ করেছেন। এখন তুমি তা উত্তরাধিকার হিসেবে তোমার পিতামাতাকে ফিরিয়ে দাও। একবার মহানবী (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে নিজের নখ তাবাররুক হিসেবে প্রদান করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের পুত্র মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, তার পিতা মহানবী (সাঃ) এর কাছে বিদায় হজ্জের সময় মিনা'র ময়দানে 'মানহার' অর্থাৎ কুরবানীর স্থানে কুরবানী করার সময় উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে আনসারদের মধ্য থেকে অপর এক ব্যক্তিও ছিলেন। মহানবী (সাঃ) কুরবানী সমূহ বণ্টন করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ এবং তার আনসারী সাথি কিছুই পান নি। এরপর মহানবী (সাঃ) নিজের চুল কামিয়ে একটি কাপড়ে রাখেন আর সেগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি (সাঃ) তাঁর নখ কাটেন এবং সেগুলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী এবং তার সাথিকে প্রদান করেন।

আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ বাগানে কর্মরত ছিলেন, এখানে পুনরায় আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের উল্লেখ আরম্ভ হচ্ছে, এমন সময় তার পুত্র তার কাছে আসেন এবং তাকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মহানবী (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহুম্মাযহাব বাসরী হাত্তা লা আরা বা'দা হাবীবি মুহাম্মাদা আহাদা**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কাউকে না দেখি। যুরকানির ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, বলা হয় এরপর ক্রমাগতভাবে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে আর তিনি অন্ধ হয়ে যান। আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। আর হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে ৩২ হিজরীতে মদিনায় তার ইন্তেকাল হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। হযরত উসমান (রাঃ) তার জানাযা পড়িয়েছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্। হযরত মুআয বিন আমর বনু খাযরাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আত আর বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার পিতা আমর বিন জমুহ্ মহানবী (সাঃ) এর সাহাবী

ছিলেন, যিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তার মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে আমর। হযরত মুআয আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে যোগদান করেছেন। কিন্তু তার পিতা আমর বিন জমুহ্ তার পৌত্তলিক বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে হযরত মুআয এর পিতার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনায় উল্লিখিত আছে যে, বছরকাল পূর্বে তার ঘটনায় এটি আমি কিছুটা উল্লেখ করেছি যে, আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণকারীরা যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তারা ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু তাদের কতক জ্যেষ্ঠ তখনও নিজেদের পৌত্তলিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিল আমর বিন জমুহ্। তার পুত্র মুআয বিন আমর আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তখন তিনি মহানবী (সাঃ) এর হাতে বয়আত করেছিলেন। আমর বিন জমুহ্ বনি সালামার সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাদের জ্যেষ্ঠদের একজন ছিলেন। তিনি তার ঘরে একটি কাঠের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছেন, তারা রাতের বেলা আমর বিন জমুহ্র দেবালয়ে ঢুকে সেই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন আর সেটিকে বনু সালমার ময়লা আবর্জনার গর্তে উপুড় করে শুইয়ে দেন বা ফেলে দেন। সকালবেলা আমর যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক। কে রাতের বেলা আমাদের উপাস্যদের সাথে শত্রুতা করেছে? এরপর সেটিকে সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং সেটিকে যখন আবর্জনার গর্তে পেতেন তখন সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। এরপর বলতেন যে, আমি যদি এটি জানতে পারি যে, কে তোমার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেছে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করব। এরপর আবার রাত নেমে আসলে আমর যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তার পুত্র একই কাজ করতেন। পুনরায় সকালে উঠে আমর বিন জমুহ্ একই কষ্ট সহ্য করে সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। বেশ কয়েক রাত এই ঘটনা ঘটার পর আমর বিন জমুহ্ প্রতিমাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেখান থেকে বের করে পুনরায় সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। এরপর তিনি নিজের তরবারি আনেন এবং প্রতিমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্র কসম, আমি জানি না কে তোমার সাথে এমন করে। অতএব তোমার মাঝে যদি কোন শক্তি থাকে তাহলে তাকে বাধা দাও আর এই তরবারি তোমার কাছে রইল, অর্থাৎ তারবারি সেটির কাছে রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা আমর যখন ঘুমিয়ে পড়েন, সেই যুবকরা, যাদের মাঝে আমরের পুত্রও ছিল, সেই প্রতিমার সাথে আবার একই ব্যবহার করে আর এক মৃত কুকুর এনে রশি দিয়ে সেটিকে মূর্তির সাথে বেঁধে দেয় এবং বনু সালমার একটি পুরোনো কূপে সেটিকে ফেলে দেয়, যাতে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হতো। সকালবেলা আমর বিন জুমহ্ উঠে সেই প্রতিমাকে সেখানে পাননি যেখানে সেটিকে রাখা হতো। তিনি সেটির সন্ধান করতে থাকেন এবং সেটিকে কূপের ভিতর মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় পান। এই দৃশ্য দেখার পর তার সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তার জাতির মুসলমানরাও তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে। তখন তিনি আল্লাহ্র কৃপায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ আবু জাহলকে হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ এবং মুআয বিন আফরা আক্রমণ করে আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ আবু জাহলের শিরোচ্ছেদ করেছিলেন।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, আবু জাহল সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য কে যাবে? হযরত ইবনে মাসুদ যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, যার কারণে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ছিল। হযরত ইবনে মাসুদ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইবনে মাসুদ বলেন, আমি আবুজাহলের দাড়ি ধরি। আবুজাহল বলে যে, আমার চেয়েও বড় কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তোমরা মেরেছ?

যাহোক হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব আবু জাহলের হত্যাকারীদের বিষয়ে এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আফরার দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয আবুজাহলকে মৃত্যুমুখে পৌঁছিয়েছে। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইমাম ইবনে হাজর এই সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন যে, মুআয বিন আমর এবং মুআয বিন আফরার পর মুআভেয বিন আফরা-ও তার ওপর আঘাত হেনে থাকবে। তাই প্রথম দুই রেওয়ায়েতে উভয় ভাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর অন্য রেওয়ায়েতে দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, আবুজাহল বলল, তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একথা বলো যে, আমি সারাজীবন তার শত্রু ছিলাম আর আজ অর্থাৎ এখনও আমি তার প্রতি চরম শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) আবুজাহল এর শিরোচ্ছেদ করেন আর তার মস্তক নিয়ে যখন মহানবী (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, যেভাবে আমি আল্লাহ্র সন্নিধানে সকল নবীর চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আর আমার উম্মত আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অন্য সকল উম্মতের চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল, অনুরূপভাবে এই উম্মতের ফেরাউন অন্য সকল উম্মতের ফেরাউনদের চেয়ে বেশি কঠোর ও উগ্র। এর কারণ হলো,

حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ **(সূরা ইউনুস: ৯১)**

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসে এসেছে যখন (পানি) তাকে নিমজ্জিত করতে আরম্ভ করলো, তখন সে বললো, আমি ঈমান আনছি যে, "কেবল তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই যার প্রতি বণীইস্রাঈল ঈমান এনেছে।" যদিও এই উম্মতের ফেরাউন শত্রুতা এবং কুফরীতে অনেক এগিয়ে আছে, যেভাবে মৃত্যুর সময় আবু জাহলের কথা থেকেও প্রতীয়মান হয়। এছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে একথার উল্লেখও পাওয়া যায় যে, আবু জাহলের ধ্বংসের সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সাঃ) আবু জাহলের (কর্তিত) মস্তক দেখার পর বলেন, اللهالذىلاالهالاهو **(সূরা আল্ হাশর:২৩)** অর্থাৎ **"আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।"** একইভাবে তিনি (সাঃ) তিনবার এটিও বলেন যে, **"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আআয্যাল ইসলামা ওয়া আহলাহু।"** অর্থাৎ সকল প্রশংসার অধিকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্মান দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের একজন ফেরাউন রয়েছে আর এই উম্মতের ফেরাউন ছিল, আবুজাহল; যাকে আল্লাহ্তা'লা অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে ধ্বংস করিয়েছেন।

হযরত উসমান (রাঃ)'র যুগে হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্'র ইন্তেকাল হয়। হযরত উসমান (রাঃ) তার জানাযা পড়ান এবং তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ কতইনা উত্তম একজন মানুষ"। আল্লাহ্তা'লা এসব লোকের ওপর সহস্র সহস্র রহমত ও কৃপা বর্ষণ করুন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় রসূলের ভালোবাসায় বিভোর হয়ে তাদের প্রিয়ভাজন হয়েছেন।

হুযুর (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, এটি হলো শ্রদ্ধেয় মালেক সুলতান হারূন খান সাহেবের জানাযা। ২৭শে মার্চ ইসলামাবাদে তার মৃত্যু হয়েছিল, اناللهوانااليهراجعون। তার বড় পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)'র জামাতা, অর্থাৎ তাঁর (খলীফাতুল মসীহ্ রাবের) ছোট মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। মালেক সুলতান হারূন সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি ১৯২৩ সনে ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)'র হাতে বয়আত করেছিলেন আর নিজ পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য পরম আত্মাভিমান রাখতেন এবং খিলাফতের খাতিরে প্রাণ বিসর্জনকারী, বন্ধুদের সত্যিকার বন্ধু আর শত্রুদের প্রতি কঠোর ছিলেন। দরিদ্র এবং মিসকীনদের অবলম্বন ছিলেন।

আল্লাহ্তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আর জামাত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
05 April 2019

To

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B